তারিখ 12 DEC 2015
পৃষ্ঠা ১-২ কলাম ৫

সমকাল

মোরেলগঞ্জে মাদ্রাসা সুপার ও সভাপতির বিরুদ্ধে অনিয়মের অভিযোগ

■ মোরেলগঞ্জ (বাগেরহাট) প্রতিনিধি

মোরেলগঞ্জে জালিয়াতির মাধ্যমে একটি দাখিল মাদ্রাসার সুপার পদ দখলকারী মাওলানা অহিদুজ্জামান ও একই মাদ্রাসার সভাপতি পদ দখলকারী মাওলানা ফকরুল ইসলামের বিরুদ্ধে অনিয়ম-দুর্নীতি, ভুয়া সনদ তৈরিসহ অবৈধভাবে শিক্ষক নিয়োগের অভিযোগ উঠেছে।

উপজেলার বারইখালী বিএসএস দাখিল মাদ্রাসাটি ১৯৯৬ সালে এমপিওভুক্ত হয়। এমপিওর ওই আদেশটি ভুয়া প্রমাণিত হওয়ায় ওই বছরের জুন মাসে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক আদেশে মাদ্রাসাটির এমপিও ও স্বীকৃতি বাতিল হয়ে যায়। এ পর্যায়ে একই উপজেলার জিবি আমেনা খাতুন বালিকা দাখিল মাদ্রাসায় কর্মরত সহকারী মৌলভী অহিদুজ্জামান নিজেকে বিএসএস দাখিল মাদ্রাসার সুপার পরিচয় দিয়ে এমপিও বাতিলের কারণ গোপন রেখে ২০০৭ সালে হাইকোর্টে একটি রিট পিটিশন দাখিল করেন।

জালিয়াতির মাধ্যমে সুপার পদ দখলকারী মাওলানা অহিদুজ্জামান সরকারি নীতিমালা লঙ্ঘন করে স্থানীয় গণ্যমান্য যোগ্য কাউকে ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি না করে দূরবর্তী হাজি ইব্রাহিম স্মৃতি দাখিল মাদ্রাসার বিতর্কিত সুপার মাওলানা ফকরুল ইসলামকে এ মাদ্রাসার সভাপতি মনোনীত করে অনিয়ম ও জালিয়াতির আশ্রয় নিয়ে এমনকি ভুয়া সনদ তৈরি করে মাদ্রাসার বিভিন্ন পদে অবৈধভাবে শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ দিয়ে লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নেন। তবে তারা দু'জনেই অনিয়ম ও জালিয়াতির অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। মাদ্রাসার সভাপতি মাওলানা ফকরুল ইসলাম বলেন, একটি মাদ্রাসার সুপার হয়ে অন্য মাদ্রাসার সভাপতি হওয়া যাবে কি-না তা তার জানা নেই। এডহক কমিটির সভাপতি হিসেবে বৈধভাবেই তিনি সুপার নিয়োগ দিয়েছেন। এ ছাড়া মাদ্রাসার কোনো দুর্নীতির সঙ্গে তিনি জড়িত নন। সুপার মাওলানা অহিদুজ্জামান ২০০৭ সালে এ মাদ্রাসার সুপার পরিচয় দিয়ে বাদী হয়ে হাইকোর্টে রিট পিটিশন দাখিলের বিষয়টি তিনি অস্বীকার করেন। জনৈক শহিদুল ইসলাম কাকে বাদী করেছেন তা তার জানা নেই। ২০১০ সালে তিনি এডহক কমিটি নয়, নিয়মিত কমিটি কর্তৃক বৈধভাবেই সুপার পদে নিয়োগ পেয়েছেন। ইস্তফাদানকারী অফিস সহকারী মুহিউদ্দিনের নামে ৬ মাসের বেতন-ভাতা উত্তোলনের কথা স্বীকার করে বলেন, এ ব্যাপারে ইউএনও শোকজ করলে ওই টাকা তিনি ব্যাংকে ফেরত দেন। অহিদুজ্জামান ২০০৭ সালে নিজেকে বিএসএস দাখিল মাদ্রাসার সুপার পরিচয় দিয়ে আদালতে রিট পিটিশন দাখিল করলেও অবৈধভাবে সভাপতি পদ দখলকারী মাওলানা ফকরুল ইসলাম এডহক কমিটির সভাপতি থাকাকালে নিয়োগ বিধি অমান্য করে ওই অহিদুজ্জামানকে ২০১০ সালের সুপার পদে নিয়োগ দেন। যদিও ২০০৮ সালে অহিদুজ্জামান নিজেকে সুপার পদে নিয়োগ দেখিয়ে মাদ্রাসার তৎকালীন সভাপতি মো. তৌহিদুল ইসলামের সঙ্গে ইসলামী ব্যাংক মোরেলগঞ্জ শাখায় মাদ্রাসার পক্ষে যৌথ স্বাক্ষরে লেনদেন করেন। সর্বশেষ ২০১০ সালের ১২ জুলাই নীতিমালা লঙ্ঘন করে এডহক কমিটি কর্তৃক ফের ভুয়া প্রতিদ্বন্দ্বী, ভুয়া বোর্ড দেখিয়ে জালিয়াতির আশ্রয় নিয়ে সুপার পদে যোগদান দেখালেও তিনি ২০১১ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত জিবি আমেনা খাতুন বালিকা দাখিল মাদ্রাসায় কর্মরত থেকে সরকারি বেতন-ভাতা ভোগ করে আসছেন।